بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন -২১

পরিবেশনায় النصر AN-NASR

জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরী

সচেতনতা ও উদ্যমতা সৃষ্টিকারী একটি পর্যালোচনা

আমেরিকানরা যখন কোন গোষ্ঠীকে তাদের ভবিষ্যৎ শত্রু বলে স্থির করে, তখন তারা তাদের গোয়েন্দা বিভাগ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই শত্রুর প্রতিটি অঙ্গনের তথ্য সংগ্রহ করে। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমেও - বিশেষ করে সাহায্য সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তারা তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। সারা পৃথিবীতে আমেরিকার কিছু মিত্র রাষ্ট্র রয়েছে। এরা নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আমেরিকার সেবায় নিয়োজিত করে রেখেছে। আমেরিকানরা ঐ টার্গেটকৃত রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ও সে সকল মিত্র রাষ্ট্রসমূহের কোম্পানীগুলোর মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মাধ্যমে আমেরিকা তার প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতার পয়েন্টগুলো নির্ধারণ করে। যেমন ধর্ম, জনসংখ্যা, জায়গা ও উপকরণসামগ্রী। আমেরিকান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পেন্টাগন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ও গবেষকগণ যুদ্ধের কতগুলো নীতিমালা ও ধারাবাহিক স্তর নির্ধারণ করেছে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সামরিক সকল ক্ষেত্রের জন্য তারা একটি করে নীতিমালা ও যুদ্ধের ধারাবাহিক স্তর নির্ধারণ করে রেখেছে।

আমেরিকা যখন লড়াই শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন একটি উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করে। শুধু কথার মাধ্যমে যাকে ভীত-সন্ত্রস্ত

করা সম্ভব, তার জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার করে না। অস্ত্রের ব্যবহার ও হত্যার জন্যও বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। অত্যাচারের ক্ষেত্রেও কোমলতা ও কঠোরতার বিভিন্ন ধাপ থাকে।

কিন্তু আমাদের ইসলামী রাষ্ট্রগুলো এবং ইসলামকে সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টাকারী আন্দোলনগুলো সংস্কারের নীতিতে ব্যর্থ হলে ধ্বংসের নীতি অবলম্বন করতে অবহেলা করে। অথচ পূর্বের অভিজ্ঞতা বলে উভয়টিই কার্যকর পদ্ধতি।

সামরিক কর্মকর্তাদের কাজের কয়েকটি ময়দান বা ক্ষেত্র থাকে। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই সমান গতিতে অথবা স্বল্প ব্যবধানের সাথে কাজ করতে হয়।

১. ধর্মীয় ময়দান: আকিদা-বিশ্বাসের মাঝে নতুন নতুন বিষয় ঢুকানো এবং মূল আকিদা থেকে বিচ্যুত করা। আর এটা করা হয় নতুন শিক্ষানীতি চালু করার মাধ্যমে এবং এমন নির্বোধদেরকে যোগ্যতার স্থানে বসানোর মাধ্যমে, যারা ইবনুল আরাবীর দাওয়াতের সাথে সুসম্পর্ক রাখে, যে দাওয়াত আজ বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

যেকোন অনুসন্ধানকারী সে দাওয়াতের বিভৎসতা দেখতে পারে, যার মূলকথা নিচের পংক্তিগুলোতে সংক্ষেপে এসে গেছে:

আজকের পূর্বে আমি আমার সাথীকে অপরিচিত মনে করেছি।
কারণ সে সময় আমার দ্বীন তার দ্বীনের নিকটবর্তী ছিল না।

এখন আমার হৃদয় যেকোন আকৃতি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফলে এখন তা হরিণের বিচরণভূমি, সন্ন্যাসীর সাধনাগার, মূর্তির আশ্রয়স্থল, তওয়াফকারীর কা'বা, তাওরাতের কাষ্ঠখণ্ড এবং কুরআনের কপি।

ভালবাসার ধর্মেই আমি বিশ্বাস করি, চাই তার গন্তব্য যেদিকেই হোক। তাই ভালবাসাই আমার ধর্ম, ভালবাসাই আমার ঈমান।

তারা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করে এ দাওয়াতকে সফল করার জন্য। এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠন বর্তমানে নেতিবাচক রাজনীতির উপর ভর করে চলছে।

আজ এই নৈরাজ্য, জুলুম এবং ধর্মীয় পশ্চিমাকরণ মোকাবেলায় জাযীরাতুল আরবের বড় বড় আলেমদের ভূমিকা কোথায়?

২. রাজনৈতিক ময়দান: এই ময়দানে আমেরিকা তার শত্রুদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্যাতন, কঠোরহস্তে দমনের হুমকি, শয়তানী ঐক্য এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে থাকে। এমনিভাবে টেকনোলজীগুলো তারা গুরুত্ব দিয়ে থাকে যার তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে টেলিভিশন। এছাড়া মিডিয়ার মাধ্যমে মতামত গঠন এবং মতামত বিনির্মাণে কাজ করে থাকে। বিলাসিতা, বিনোদন, সিনেমা, ইন্টারনেট ইত্যাদির ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নির্মাণ প্রযুক্তির ময়দানে একটি কৌশল হল মেয়াদোত্তীর্ণ ছাদের ব্যাপারে ছাড় দেওয়া, যে মেয়াদ অতিক্রম করা আইন বহির্ভূত ছিল এবং যার পরে তা ব্যবহরের অনুমতি নেই।

৩. নিরাপত্তা অঙ্গন: আমেরিকা এক্ষেত্রে দু'টি পন্থা অবলম্বন করেছে:

প্রথমত: কৃষি বা ডিফেন্সে প্রবেশ করে, গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়ে, প্রযুক্তগত গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে - তথা মোবাইল বা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে আড়ি পেতে তথ্য সংগ্রহ করা। যা Golden Info সরবরাহ করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত: নিরাপত্তামূলক অভিযান। যেমন গুপ্ত হামলা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, মুজাহিদগণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দেওয়া, গুম করা, বোমা মেরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

সরকারের প্রশাসনের অনেক নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ হয়ে কাজ করে। কেউ কেউ নিয়মিত বেতনও পায়। সরকারী কোন কোন প্রতিষ্ঠান আমেরিকানদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরিমাণের বাজেটের কাছে আত্মসমর্পণ করে কিংবা নিজেদের খেদমতের বিনিময়ে আমেরিকানদের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য লাভ করে।

তাই বার্ধক্যে উপনীত সাউদ পরিবারের সাম্রাজ্যের মাথায় তাদের (আমেরিকার) লোক ইবনে সালমানকে নিয়োগ দেওয়ার সুস্পষ্ট বক্তব্যও আমাদেরকে ধোকায় ফেলে না। আর এর কারণে এটাও অসম্ভব নয় যে, তার পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই (আমেরিকার) লোক ছিল।

৪. সামাজিক ময়দান: আমেরিকান বিভিন্ন সংগঠনের লক্ষ্য হল, পরিবারের সামাজিক কাঠামো নষ্ট করে দেওয়া। পরিকল্পিতভাবে শিশুদেরকে টার্গেট করা (যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে বা গুপ্ত হামলার মাধ্যমে পুরুষদেরকে হত্যা করে ফেললে তাদের পরিবারগুলো সামাজিকভাবে ও নৈতিকভাবে অধঃপতনের শিকার হয়)। সমাজব্যবস্থা দুর্বল করে ফেলা এবং সমাজকে চারিত্রিক লাগামহীনতার জন্য প্রস্তুত করা। তা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা বিভিন্ন যৌন উস্কানীমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমেও হতে পারে।

আমেরিকা ও তার মিত্ররা যখন ইসলামকে ধ্বংস করতে এবং কুরআনকে বিকৃত করতে ব্যর্থ হল, তখন তারা ব্যক্তির দিকে নজর দিল। প্রতিটি মুসলিম-অমুসলিম ব্যক্তির দিকে। তাদেরকে এমন এমন কাজে লিপ্ত করে দিল, যা তাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তারপর ইবনে আরাবীর দর্শন পুনরায় ফিরিয়ে আনার সুসংবাদ দিল।

৫. অর্থনৈতিক ময়দান: আমেরিকা অবরোধ আরোপ করে, আকাশপথ ও নদীপথ বন্ধ করে, পানির উৎসগুলো শুকিয়ে ফেলে এবং প্রাইভেট ও পাবলিক কোম্পানীগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার মাধ্যমে চেষ্টা করছে মুসলমানদের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণগুলো বন্ধ করে দিতে। তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করে রাখছে, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করছে, উৎপাদনকারীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করছে, প্রোডাকশন বন্ধ করে দিচ্ছে, সাহায্যকারীদেরকে ভয়ের মধ্যে রাখছে এবং বিভিন্ন দল ও সংগঠনকে বড় করে দেখাচ্ছে। যাতে প্রতিপক্ষ আত্মসর্মণ করে কিংবা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে কিংবা তাদের কাঙ্খিত সুরে কথা বলতে থাকে।

৬. সামরিক ময়দান: আমেরিকা আন্তর্জাতিক সামরিক জোট গঠন করেছে এবং তাদেরকে ময়দানে ঠেলে দিয়েছে। অত:পর বাস্তব ময়দানেও আকাশ পথে বোম্বিং এর সাথে তাল মিলিয়ে স্থলপথে অগ্রসর হয়েছে। একাজে তারা স্থানীয় সেনাবাহিনী অথবা ভারাটে সেনাবাহিনী অথবা বিভিন্ন কোম্পানীর বেতনভূক্ত যোদ্ধাদেরকে ব্যবহার করে থাকে।

আর যে সময় বোম্বিং বন্ধ থাকে কিংবা সন্ধি চলতে থাকে, তখন রণাঙ্গনের তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং তথ্যনীতি নবায়ন করার জন্য গোয়েন্দাদেরকে ছড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ এ পর্যন্ত কি কি কার্যকর হল, কি কি এখনো বাকি আছে, কোনটাকে তার প্রতিপক্ষ নতুন হিসাবে

মনে করেছে এবং তাদের নেতাদের মধ্য হতে কারা বেঁচে আছে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

উপরোল্লেখিত উৎসগুলো ছাড়াও আমেরিকা আরো বিভিন্ন উপায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্য আহরণ করে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আহরণের জন্য তারা যে সকল উৎস ব্যবহার করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- বন্দীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, দখলকৃত অঞ্চলসমূহের জনগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, স্থানীয় গোয়েন্দাবাহিনীর উপকরণসামগ্রী এবং তাদের নিকট থাকা তথ্য ও নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করা ইত্যাদি।

উপরোল্লেখিত পরিকল্পিত টার্গেটগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমেরিকা সময়ের সাথে ধাপে ধাপে এ সকল ময়দানগুলোতে কাজ শুরু করে থাকে। এরপর যদি প্রতিপক্ষ নতি স্বীকার করে, তখন নিজের শর্তগুলো তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। আর যদি প্রতিপক্ষ অব্যাহতভাবে আঘাত সয়ে যায়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপ অনুসরণ করে।

এ হল আমেরিকার পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ। সমস্ত মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে, বিশেষ করে উলামা, মুজাহিদ, ইসলামী আন্দোলনের সদস্য ও উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে একটি সামরিক কৌশল গবেষণা পরিষদ থাকা এখন সময়ের দাবি। তাই উম্মাহর উলামা ও মুজাহিদদের অবশ্য কর্তব্য হল, তাদের রবের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি সামরিক কৌশল প্রস্তুত করা, যা শরয়ী নীতিমালায় সীমাবদ্ধ থাকবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ করবে, বিভক্ত করবে না। শত্রুকে আঘাত করবে এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের আক্রমণের মোকাবেলায় আপন পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

"আর নিশ্চয়ই এটাই তোমাদের দ্বীন, যা একই দ্বীন এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।"
(সূরা আম্বিয়া: ৯২)

আল্লাহ আরো বলেন:

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

"আর নিশ্চয়ই এটাই তোমাদের দ্বীন, যা একই দ্বীন এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর।" (সূরা মুমিনুন: ৫২)

আর বিভিন্ন ইসলামী, রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের বা জিহাদী আন্দোলনসমূহের যারাই মনে করে যে - আমেরিকা, ইহুদী ও পূর্ব-পশ্চিমের কাফেররা তাদের শত্রু নয়, তারা যেন ভালভাবে বুঝে রাখে যে, তাদের পালা সামনে আসছে, সে সময় বেশি দূরে নয়।

=